https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া

সৌভিক দাস[1]

সারসংক্ষেপ:
কলকাতা শহর মূলত 'আনন্দনগরী' নামেই পরিচিত। এখানে বহু ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির মানুষেরা একত্রে বসবাস করছেন। কলকাতা শহরে বহু থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। কলকাতা শহরের থেরবাদ বৌদ্ধ বিহার বলতেই, সবার প্রথমে 'শ্রী ধর্মরাজিক চৈত্য বিহার' (১৮৮১) বৌদ্ধ বিহারটির নাম উঠে আসে। কলকাতা শহরের মহাযান বৌদ্ধ বিহার বলতেই, সবার প্রথমে 'নিপ্পনজান মায়োহোজি বা জাপানি বৌদ্ধ মন্দির' (১৯৩০ - ১৯৩৫) বৌদ্ধ বিহারটির নাম উঠে আসে। বৌদ্ধ বিহারগুলির বুদ্ধের বার্তা ও দর্শন প্রচারের পাশাপাশি নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখে নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূলক নানান কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে জনসংযোগ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগের ক্ষেত্রে সরকার ও সংবাদমাধ্যমের নানান ভূমিকা পালন করে থাকে।

সূচক শব্দ:
কলকাতা, বৌদ্ধ ধর্ম, বিহার, জনসংযোগ, সংবাদমাধ্যম, গণজ্ঞাপন

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

AIJITR - Volume- 3, Issue-III, May-June 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা:
কলকাতা শহরের পরিচয় বলতে গেলে, মূলত আনন্দনগরী নামেই অভিহিত করা হয়। কলকাতা শহরের নানান জায়গায় নানান ইতিহাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি জড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া কলকাতা শহরে নজর রাখলে দেখা যায় যায়, বহু ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির মানুষেরা একত্রে বসবাস করছেন। এখানে নানান ধর্মের নানান ধর্মীয় স্থান চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও ধর্মীয় স্থান শুধুমাত্র ধর্মীয় বার্তা ও দর্শন প্রদান করে, তা একেবারেই নয়। ধর্মীয় বার্তা প্রদানের পাশাপাশি ধর্মীয় স্থানগুলি নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের কাজ করে থাকে। এছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূলক নানান কাজ করে থাকে। এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূলক কাজের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জনসংযোগ প্রক্রিয়া। এই জনসংযোগ প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধ বিহারগুলির পাশাপাশি সরকার ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাও অনেকখানি।
কলকাতা শহরে বহু থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। এই বৌদ্ধ বিহারগুলির বুদ্ধের বার্তা ও দর্শন প্রচার করে থাকে। বৌদ্ধ বিহারগুলি নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূলক নানান কাজ করে থাকে। আলোচ্য 'কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া' গবেষণা প্রবন্ধে কলকাতায় অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তথ্য ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:
আলোচ্য 'কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া' গবেষণা প্রবন্ধটির জন্য যে যে উদ্দেশ্যগুলি অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলি মূলত,
(ক) কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগের জন্য কী কী পদ্ধতি ও কার্যকলাপ গ্রহণ করছে।
(খ) কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগের জন্য সরকারের পদক্ষেপ কতখানি।
(গ) কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগের জন্য সংবাদমাধ্যমের পদক্ষেপ কতখানি।
(ঘ) কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া কতখানি পূর্ণতা লাভ করছে।

সাহিত্যপত্র পর্যালোচনা:
আলোচ্য 'কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া' গবেষণার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য গবেষণা প্রবন্ধ, বৌদ্ধ বিষয়ক বই, গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিষয়ক বইয়ের থেকে ধারণা অর্জন করা হয়েছে।
ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া-র সম্পাদনায় ও 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' (কলকাতা) প্রকাশনায় 'ডিরেক্টরি অফ থেরবাদ বুদ্ধিস্ট টেম্পলস ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' (২০১০, প্রথম সংস্করণ) বইটি থেকে কলকাতার থেরবাদ বৌদ্ধ বিহারগুলি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়।
চিত্তরঞ্জন পাত্র-এর লেখায় ও টুওয়ার্ডস ফ্রিডম (কলকাতা) -এর প্রকাশনায় 'প্রেজেন্ট বুদ্ধিস্ট ট্রাইবালস অ্যান্ড মনাস্ট্রিস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' (২০২৩, দ্বিতীয় সংস্করণ) বইটি থেকে কলকাতার থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধ বিহারগুলি ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়।

1. পিএইচডি গবেষক, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.III.2026.1-3
AIJITR, Volume 3, Issue –III, May - June, 2026, PP.1-3
Received on 11th May, 2026 & Accepted on 21st May, 2026,
Published: 30th May, 2026

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নন্দলাল ভট্টাচার্য—এর লেখায় ও লিপিকা (কলকাতা) প্রকাশনায় 'জনসংযোগ ও কর্পোরেট কমিউনিকেশন' (২০১৭, দ্বিতীয় সংস্করণ) বইটির উপর নজর রাখলে, জনসংযোগ প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পালি বিভাগের গবেষণামূলক পত্রিকায়, ২০১৭ সালে স্বপ্না ব্যানার্জি ও সৌমেন কয়াল-এর লেখা গবেষণা প্রবন্ধে (এ সোশিও-কালচারাল এস্পেক্ট অফ তিব্বতিয়ান বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস অফ কালিম্পং) কালিম্পং জেলার থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধ বিহারগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা যায়।

আলোচ্য 'কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া' গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ নতুন ও মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ। এই তথ্যমূলক গবেষণা প্রবন্ধ পূর্বে হয়নি।

গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য 'কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া' গবেষণা প্রবন্ধটির তথ্য দ্বারা নির্মিত করার জন্য প্রাথমিক তথ্যসূত্র ও গৌণ তথ্যসূত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গুণগত গবেষণার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্ণাত্মক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে লক্ষ্যকেন্দ্রিক গোষ্ঠী বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে। মূলত নিরীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

গবেষণার গৌণ তথ্যসূত্র হিসেবে গবেষণাপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ, প্রবন্ধ, পুস্তক ও ইন্টারনেটের ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কলকাতার থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধ বিহার:

কলকাতা শহরে বহু থেরবাদ বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। এই বৌদ্ধ বিহারগুলি থেরবাদ বৌদ্ধ পরম্পরা ও সংস্কৃতির ধারাকে বয়ে নিয়ে চলছে। কলকাতা শহরের থেরবাদ বৌদ্ধ বিহার বলতেই, সবার প্রথমে যে বৌদ্ধ বিহারটির নাম উঠে আসে, যথা অনাগরিক ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত 'শ্রী ধর্মরাজিক চৈত্য বিহার' (১৮৮১)। তারপর আসে মূলত, কৃপাশরণ মহাস্থবির প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মাঙ্কুর বিহার' (১৮৮২), মায়ানমার থেকে আগত কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'মায়ানমার বুদ্ধিস্ট টেম্পল' (১৯২৮), টালিগঞ্জ ম্যুর এভিনিউ বৌদ্ধ সমিতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি (১৯৫০), আলিপুর অশোক ক্লাব বৌদ্ধ বিহার কমিটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'আলিপুর অশোক ক্লাব বৌদ্ধ বিহার' (১৯৫৫), আলিপুর বৌদ্ধ শান্তি বিহারের সদস্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'আলিপুর বৌদ্ধ শান্তি বিহার' (১৯৭০), গড়িয়ার স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'গড়িয়া বুদ্ধ বিহার' (১৯৭৬), টলিগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'সার্বজনীন বুদ্ধ বিহার' (১৯৭৮), প্রাণজ্যোতি মহাস্থবির প্রতিষ্ঠিত 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র' (১৯৮৬), ডঃ বুদ্ধ প্রিয় মহাথের প্রতিষ্ঠিত 'সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন' (১৯৯২), সত্যানন্দ ভিক্ষু প্রতিষ্ঠিত 'সত্যানন্দ বৌদ্ধ বিহার' (২০০৮)।

এছাড়া কলকাতা শহরে বহু মহাযান বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। এই বৌদ্ধ বিহারগুলি মহাযান বৌদ্ধ পরম্পরা ও সংস্কৃতির ধারাকে বয়ে নিয়ে চলছে। কলকাতা শহরের মহাযান বৌদ্ধ বিহার বলতেই, সবার প্রথমে যে বৌদ্ধ বিহারটির নাম উঠে আসে, নিচিদাৎসু ফুজি প্রতিষ্ঠিত 'নিপ্পনজান মায়োহোজি বা জাপানি বৌদ্ধ মন্দির' (১৯৩০ - ১৯৩৫)। তারপর আসে মূলত, ভান্তে আক্কা দর্জি প্রতিষ্ঠিত 'কর্মা গণ মনাস্ট্রি' (১৯৩৭), চাইনিজ বৌদ্ধ মন্দিরের স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দ্বারা 'চাইনিজ বৌদ্ধ মন্দির' (১৯৬২), চেন হু প্রতিষ্ঠিত 'হিউয়েন সাঙ মনাস্ট্রি' (১৯৬৮), বুদ্ধ লাইট ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'ফো গাং সাঙ বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি' (১৯৯৮)।

কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ:

কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলি জনসংযোগ প্রক্রিয়ার জন্য মূলত, বৌদ্ধ বিহারগুলিতে পরিচালন সমিতি গড়ে তোলা হয়। বুদ্ধের বার্তা সমাজে পৌঁছানোর জন্য নিয়মিত আরাধনা ও সূত্র পাঠের আয়োজন করা হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান ইত্যাদি বিশেষ দিনে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রচার ও প্রসারের জন্য নানান প্রকাশনা মূলক কার্যকলাপ গ্রহণ করা হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূলক কার্যকলাপের দিক থেকে গ্রন্থাগার, অথিতি আলয়, ধ্যান প্রক্রিয়া, শিক্ষাদান, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরিষেবা, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, বৃত্তি, দান ইত্যাদি নানান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগের জন্য সরকারের পদক্ষেপের দিকে নজর রাখলে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রতিবছর বুদ্ধ পূর্ণিমায় ছুটি থাকে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে, ২০১৭ সাল থেকে বুদ্ধ পূর্ণিমায় সারকারি ছুটি থাকে। বৌদ্ধ বিহারগুলির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে, বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে।

কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগের জন্য সংবাদমাধ্যমের পদক্ষেপের দিকে নজর রাখলে দেখা যায়, টেলিভিশন মাধ্যমে ডিডি বাংলা চ্যানেলে বুদ্ধ পূর্ণিমার খবর প্রকাশ পায়। অন্য কোনো টেলিভিশন মাধ্যমে তেমন প্রকাশ পায় না। সংবাদপত্রে বুদ্ধ পূর্ণিমায় বুদ্ধের ছবি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে অনলাইন বা ডিজিটাল মিডিয়াতে বৌদ্ধ বিহারগুলির তথ্য ও অনুষ্ঠান প্রকাশ পেয়ে থাকে।

উপসংহার:

আলোচ্য 'কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া' গবেষণা প্রবন্ধটির **বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা গেল যে, কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলি জনসংযোগ প্রক্রিয়ার জন্য নানান কার্যকলাপ গ্রহণ করছে। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।** কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগের জন্য সরকারের পদক্ষেপ তুলনামূলক ভাবে কম, এর আরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগের জন্য সংবাদমাধ্যমের পদক্ষেপ খুবই কম বলা যায়, সেক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়তা অনেখানি। কলকাতার বৌদ্ধ বিহারগুলির জনসংযোগ প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও পূর্ণতা লাভ করছে, তবে সময়ের সাথে প্রয়োজনীয়তা অনেক আছে।

তথ্যসূত্র:

১. বড়ুয়া, বি. (২০০৭). *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম* (প্রথম সংস্করণ). কলকাতা : অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস।

২. বড়ুয়া, বি. (২০১০). *ডিরেক্টরি অফ থেরবাদ বুদ্ধিস্ট টেমপেলস ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া* (প্রথম সংস্করণ). কলকাতা : অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন

Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস।
৩. ভট্টাচার্য, ন. (২০১৭). *জনসংযোগ ও কর্পোরেট কমিউনিকেশন* (দ্বিতীয় সংস্করণ). কলকাতা : লিপিকা।
৪. পাত্র, সি. (২০২৩). *প্রেজেন্ট বুদ্ধিস্ট ট্রাইবালস অ্যান্ড মনাস্ট্রিস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল* (দ্বিতীয় সংস্করণ). কলকাতা : টুওয়ার্ডস ফ্রিডম।
৫. ব্যানার্জি, এস এন্ড এন্ড কয়াল, এস. (২০১৭). *এ সোশিও-কালচারাল এস্পেক্ট অফ তিব্বতিয়ান বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস অফ কালিম্পং*. (গবেষণা প্রবন্ধ). জার্নাল অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট অফ পালি, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা. ভলিউম. ২০, ১৩৭-১৪৪. আইএসএনএন ০৯৭১-০৬৫৫।
৬. কয়াল, এস. (২০১৯). *রিসোর্স মোবিলাইজেশন ইন দ্যা লাইব্রেরীস অফ বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস অফ নর্থ বেঙ্গল এ স্টাডি*. (ডক্টরাল থিসিস). ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা. শোধগঙ্গা. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/325933